

Cheap smuggled fertilizer openly sold in bordering dists

From Our Correspondent

MEHERPUR, Sept 2: Adulterated Indian fertilizer and harmful insecticide of Indian origin are being sold in Meherpur and other bordering districts of Bangladesh as these are available at a very cheap rate and smugglers are active in bringing those items flooding the markets.

Farmers are being cheated by purchasing low quality of SSP fertilizer of Indian origin as these are being sold as TSP at low rate. Use of harmful Indian pesticide has also increased alarmingly and farmers are suffering as the prices of Bangladeshi pesticide are costly.

Fertiliser dealers, in order to make higher profit, are stocking and selling Indian SSP to local farmers as TSP.

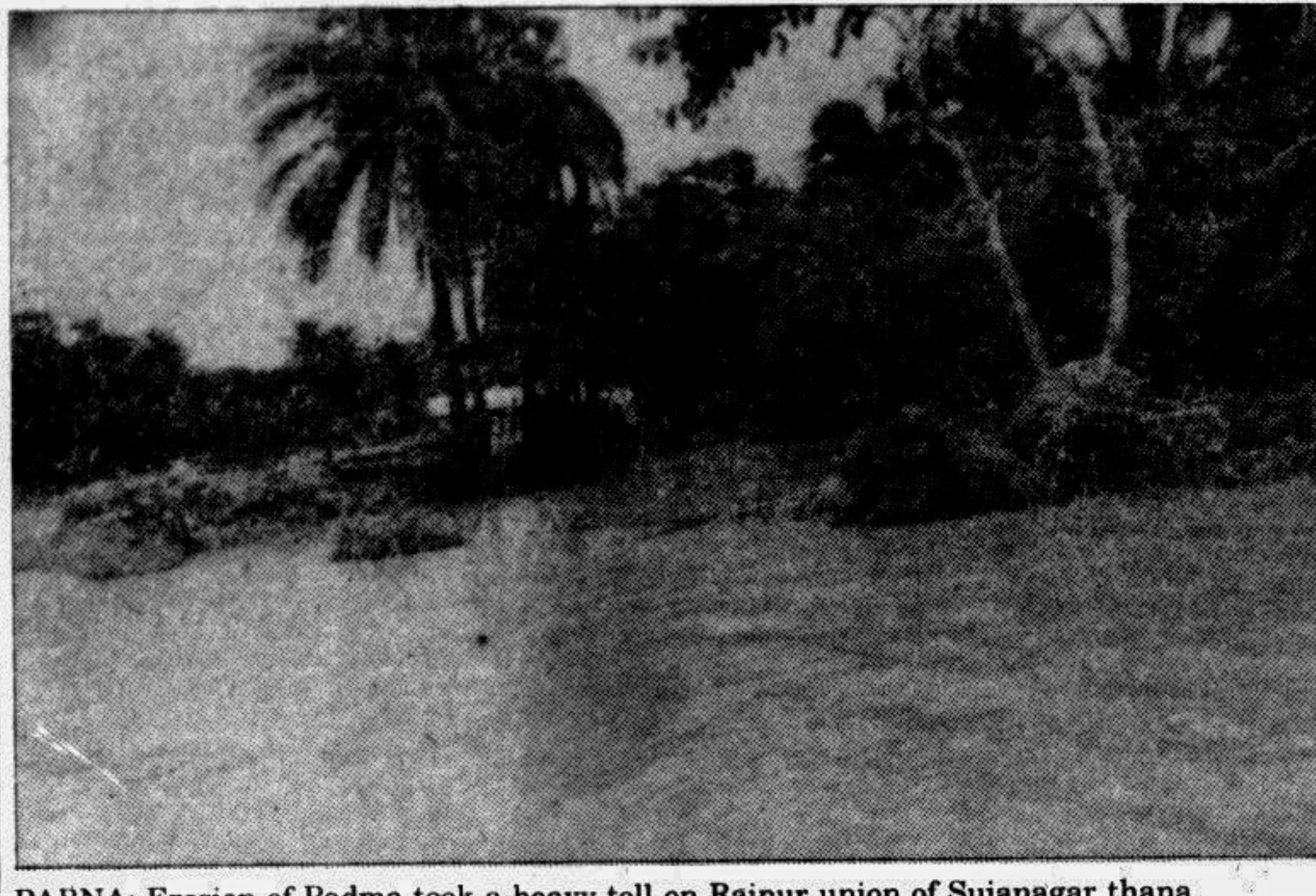
It may be mentioned that Indian and Egyptian SSP were banned by the government as they are harmful

both for the soil and farmers. In addition, TSP increases production by 64 per cent whereas the use of SSP increases the yield by 18 per cent, reducing further production, experts here said.

On the other hand Indian pesticide stands as a threat to farmers as well as the environment.

The smuggling of these and other necessities became rampant.

It has been brought into view that smuggling activities are not only affecting the farmers and environment but also the marketprice in Meherpur and elsewhere in the country.



PABNA: Erosion of Padma took a heavy toll on Raipur union of Sujanagar thana.

13,359 female students get stipend facility

From Our Correspondent

JHENIDAH, Sept 2: Thirteen thousand 359 female students in four thanas out of six thanas of the district have been benefitted with the stipend facilities under female secondary school assistance projects during January to June this year, it is learnt.

According to sources, 4,750 female students received Taka 11,22,370 in sadar thana of the district, 4716 students received Taka 12,32,360 in Saikupa thana and 3893 female students of secondary level received Taka 9,44,170 in Kaliganj and Kotchandpur thanas of the district while information about Harinakundur and Mohespur thanas were not available.

Talking to Nazmul Haque, Thana Project Officer (TPO) for Female Secondary School Assistance Project (FSSAP), Saikupa told that all these female students have been benefitted in out side pourasabha areas only and all the pourasabha areas will be brought under the programme from next year as per government plan.

TPO informed that after implementation of the programme, dropout of female students in secondary level decreased. This programme might bring more female students in secondary schools again, TPO hopes.

3 awarded life imprisonment for murder

From Our Correspondent

GAIBANDHA, Sep 2: Three persons were convicted in a murder case and each was awarded rigorous life imprisonment and a fine of taka two thousand in default to suffer one year's R.I. Eight others were however acquitted from the charge of murder.

The judgment was declared by Mirza Sirajul Islam, Additional District and Session Judge, Gaibandha on August 24.

The prosecution case was that Hasena Banu of village Tengrakandi under Fulchhari thana had illicit relation with victim Shah Ali of same village. On October 20, 1993 the victim entered the room of Hasena Banu. Meanwhile accused Ashraf and Iman Ali caught Shah Ali and killed him mercilessly with deadly weapons and later threw the body into the river Jamuna.

Brother of victim Shajahan Ali filed a case with Fulchhari Thana.

On trial Ashraf, Hasena Banu and Iman Ali were found guilty of murder under section 302/34 under BPC and learned Judge awarded rigorous life imprisonment and fined Tk 2,000 to each. Eight others charged with the charge of murder as the prosecution could not prove the charge framed against the persons.

The prosecution case was conducted by public prosecutor Rahamatullah Azad and Advocate Fazley Rabbi and Syed Shamsul Alam Huru appeared in favour of the accused.

Bus driver marries 17 times in 15 yrs

From Our Correspondent

GAIBANDHA, Sep 2: A bus driver married 17 times within the period of 15 years, it is alleged.

According to information received here, Abdur Rahman of village Nasrabad under Gobindaganj Thana in Gaibandha district married Parul Begum, daughter of late Abdul Jalil of village Osmanpur under Ghoraghat in Dinajpur district as his eleventh wife eight years ago.

Parul became a mother of two children. But her husband did not take care of her and the children for the last few years. Parul, however, filed a case with Dinajpur Human Rights Implementation Association on July 27 against her husband for legal justice.

In the petition Parul further disclosed that after her marriage Abdur Rahman married six more women on different occasions. They are Pashura Begum and Rahima Begum of village Rudrapur and Meherunnessa of Setharia under Jessore district, Helena Begum of village Chelopara under Bogra district, Mahmuda Begum of village Panthapara under Gobindaganj thana in Gaibandha district and Ashma Begum of village Nayapara under Panchbibi thana. At present Abdur Rahman is living with only two wives.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কর কমিশনারের কার্যালয়

কর অঞ্চল-২, ঢাকা

উৎসে আয়কর কর্তন/কর্তনকৃত কর জমাদান ও তৎসংক্রান্ত বিবরণী প্রেরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪-এর ধারা ৫৩-এর আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪-এর সেকশন ৫৩(১) এবং বিধি-৫৩(১) মাধ্যমে কতিপয় নির্দিষ্ট আয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে উৎসে আয়কর কর্তন/সংগ্রহ, কর্তনকৃত/সংগৃহীত কর জমাদান এবং ঢাকা জেলার ক্ষেত্রে কর কমিশনার, কর অঞ্চল-২, ঢাকা-এর নিকট তৎসংক্রান্ত বিবরণী প্রেরণ করার বিধান করা হইয়াছে।

মালামাল সরবরাহ (টেল, গ্যাস এবং পাটকলে পাট সরবরাহসহ), টিকাদারী চুক্তি কার্যকর ও সেবা প্রদান (ধারা ৫২/বিধি ১৬)

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪-এর ধারা ৫২ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪-এর বিধি ১৬ (সংশোধিত)-এর আওতায় সরকার, যে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, যে কোন বিধিবদ্ধ করপোরেশন, বিধিবদ্ধ করপোরেশনের ইউনিটসমূহ, যে কোন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, যে কোন ব্যক্তিগত কোম্পানী, যে কোন বীমা কোম্পানী, যে কোন সমবায় ব্যাংক, যে কোন সরকার ঘোষিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরো-এর সহিত তালিকাভুক্ত এনজিওসমূহের কাছে মালামাল সরবরাহ বা ইহাদের সঙ্গে কৃত টিকাদারী চুক্তি কার্যকর বা ইহাদের সার্ভিস প্রদানের বিনিময়ে অন্য যে কোন ব্যক্তিকে যে কোন প্রকার পরিশোধ (Payment) (অর্থ পরিশোধসহ)-এর জন্য দায়ী বাক্তি বিধি ১৬-এর তফসিলে বর্ণিত কর-হার অনুযায়ী কর কর্তন করিবেন। উক্তব্য যে অর্থ প্রদানের সময় কর প্রযোজ্য কর হার অনুযায়ী কর কর্তন করিতে হইবে এবং অর্থ বছরে আর্থিক অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে মোট অর্থ প্রদানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া কর কর্তন করিতে হইবে। কর কর্তন হারের সংশোধিত তফসিল নিম্নরূপঃ

তফসিল (সংশোধিত)

১লা জুলাই, ১৯৯৩ইং হইতে

ক্রমিক নং	পরিশোধের পরিমাণ	পরিশোধের উপর কর কর্তনের হার
১।	যে ক্ষেত্রে পরিশোধের পরিমাণ ২,০০,০০০/-এর অধিক নহে;	শূন্য
২।	যে ক্ষেত্রে পরিশোধের পরিমাণ ২,০০,০০০/-এর অধিক কিন্তু ১০,০০,০০০/-এর অধিক নহে;	১%
৩।	যে ক্ষেত্রে পরিশোধের পরিমাণ ১০,০০,০০০/-এর অধিক কিন্তু ২৫,০০,০০০/-এর অধিক নহে;	২%
৪।	যে ক্ষেত্রে পরিশোধের পরিমাণ ২৫,০০,০০০/-এর অধিক	২.৫%

বাড়ি ভাড়া (ধারা ৫৩ এ/বিধি ১৭বি)

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪-এর ধারা ৫৩ এ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪-এর বিধি ১৭বি-এর বিধানের আওতায় সরকার, যে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, যে কোন বিধিবদ্ধ করপোরেশন, বিধিবদ্ধ করপোরেশনের ইউনিটসমূহ, যে কোন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, যে কোন ব্যক্তিগত কোম্পানী, যে কোন বীমা কোম্পানী, যে কোন সমবায় ব্যাংক, যে কোন সরকার ঘোষিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিদেশ হইতে প্রাপ্ত দানের উপর নির্ভরশীল যে কোন বেসামরিক প্রতিষ্ঠান (এনজিও) এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী বাড়ির মালিককে বাড়ি ভাড়া প্রদানের সময় নিম্নে বর্ণিত তফসিল অনুযায়ী কর কর্তন করিবেন।

তফসিল (সংশোধিত)

ক্রমিক নং	ভাড়ার পরিমাণ	ভাড়ার উপর কর কর্তনের হার
১।	যে ক্ষেত্রে মাসিক ভাড়ার পরিমাণ ৭,৫০০/- টাকা;	শূন্য
২।	যে ক্ষেত্রে মাসিক ভাড়ার পরিমাণ ৭,৫০০/- এর অধিক কিন্তু ১০,০০০/-এর অধিক নহে;	২%
৩।	যে ক্ষেত্রে ১০,০০০/-এর অধিক কিন্তু ২০,০০০/-এর অধিক নহে;	৩%
৪।	যে ক্ষেত্রে ২০,০০০/-এর অধিক কিন্তু ৩০,০০০/-এর অধিক নহে;	৪%
৫।	যে ক্ষেত্রে মাসিক ভাড়ার পরিমাণ ৩০,০০০/- টাকার অধিক;	৫%

লভাংশ আয়ের উপর কর কর্তন

আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৫৪ এবং ৬৪ তফসিল-এর 'এ' অংশের ও ২২-এর বিধান অনুযায়ী লভাংশ আয়ের ক্ষেত্রে লভাংশ প্রদানকারী কোম্পানী কর্তৃক নিম্নরূপ হারে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হইবেঃ

ক্রমিক নং	লভাংশ গ্রহণকারী শেয়ার হোল্ডার	কর কর্তনের হার
১।	অনিবাসী কোম্পানী	১৫%
২।	অনিবাসী অ-কোম্পানী	২৫%
৩।	নিবাসী কোম্পানী	১৫%
৪।	নিবাসী অ-কোম্পানী	১০%

তবে অর্থ আইন, ১৯৯২ইং-এর মাধ্যমে কোম্পানী বাতীত সকল শ্রেণীর নিবাসী করদাতার ক্ষেত্রে ১০ (দশ) হাজার টাকা পর্যন্ত প্রাপ্ত লভাংশ আয়কে উৎসে কর কর্তনের আওতা বর্ধিত করা হইয়াছে।

ইউভিং কমিশন এবং শিপিং এজেন্সী কমিশন ধারা ৫২/বিধি ১৭

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪-এর সংশোধিত ধারা ৫২ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪-এর বিধি ১৭-এর বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংক কিংবা যে কোন তফসিলী ব্যাংক হাছাদের মাধ্যমে ইউভিং কমিশন অথবা শিপিং এজেন্সী কমিশন সেবে গৃহীত হইয়া থাকে তাহার উক্ত কমিশনের উপর ৫% হারে কর কর্তন অথবা সংগ্রহ করিবেন।

জনশক্তি রক্ষাদান ধারা ৫৩বি/বিধি ১৭ সি

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪-এর ধারা ৫৩বি এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪-এর বিধি ১৭ সি (১)া জুলাই, ১৯৯৩ ইং হইতে সংশোধিত)-এর বিধান মোতাবেক জনশক্তি রক্ষাদানের নিকট হইতে রক্ষাদানী করা হইবে এমন প্রতি ব্যক্তির জন্য প্রবাসন ছাড়পত্র প্রদানের পূর্বে সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সার্ভিস চার্জ অথবা ফিস-এর উপর ১০% হারে আয়কর সংগ্রহ করিবেন।

প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় (ধারা ৫৩সি/বিধি ১৭ডি)

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪-এর ধারা ৫৩সি এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪-এর বিধি ১৭ডি-এর বিধানের আওতায় সরকার, যে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, যে কোন বিধিবদ্ধ করপোরেশন, বিধিবদ্ধ করপোরেশনের ইউনিটসমূহ, যে কোন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, যে কোন ব্যক্তিগত কোম্পানী, যে কোন বীমা কোম্পানী, যে কোন সমবায় ব্যাংক, যে কোন সরকার ঘোষিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রীত মালামাল ও সম্পত্তির বিক্রয় মূল্যের উপর ৩% হারে অর্থীয় আয়কর সংগ্রহ করিবেন। উক্তব্য উপরোক্ত আয়কর সংগ্রহকারী কর্তৃপক্ষ বিক্রীত মালামাল ও সম্পত্তি কেন্দ্রের নিকট দক্ষ অর্পণ করার পূর্বেই আয়কর সংগ্রহ করিবেন। উক্তব্য টেন্ডারের মাধ্যমে মালামাল বিক্রয় ও লীজ প্রকাশ্য নিলামের অন্তর্ভুক্ত।

চিরাভিত্তিক পারিবারিক ধারা ৫৩ডি/বিধি ১৭ই

আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪-এর ধারা ৫৩ডি এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪-এর বিধি ১৭ই-এর বিধানের আওতায় চিরাভিত্তিক ও চিরাভিত্তিকভাবে পরিবারিক বান্দন যে কোন প্রকার পরিশোধ (Payment)-এর জন্য দায়ী ব্যক্তি পরিশোধের সময় সেই পরিশোধের উপর ৫% হারে অর্থীয় কর কর্তন করিবেন।

কমিশন অথবা ফিস ধারা ৫৩ই/বিধি ১৭জি

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪-এর ধারা ৫৩ই এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪-এর বিধি ১৭জি-এর বিধানের আওতায় সরকার, যে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বিধিবদ্ধ করপোরেশনের ইউনিটসমূহ অথবা ১৯১৩/১৯৯৪ সনের কোম্পানী আইনের অধীন নিবন্ধিত যে কোন কোম্পানী উহার উৎপাদিত পণ্য বিতরণ বা বাজারজাতকরণের জন্য যে কোন পরিবেশক বা যে কোন ব্যক্তিকে কোন কমিশন বা ফিস প্রদান করিতে উক্ত কমিশন বা ফিস ড্রেডিটকরণ বা পরিশোধকরণ (যেটি আগে হয়)-এর সময় উহার উপর ৫% হারে অর্থীয় কর কর্তন/সংগ্রহ করিবেন।

আমদানিকারকদের নিকট হইতে অর্থীয় কর সংগ্রহ (ধারা ৫৩এ/বিধি ১৭এ)

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪-এর ধারা ৫৩এ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪-এর বিধি ১৭এ-এর বিধানের আওতায় কমিশনার কর্তৃক অথবা অন্য কোন কর্মসূচীকর্তার কর্তৃক আমদানি হওয়ার মূল্যের উপর ২.৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করিবেন তবে নিম্নোক্ত আমদানির ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে না।

(ক) ভারি মেশিন (Capital Machinery) যাহার ক্ষেত্রে Concessional শুল্ক হার প্রযোজ্য।

(খ) বাল্যশিক্ষা ফন্ড ও কৃষির শিল্প কর্তৃপক্ষের কর্তৃক অনুমোদিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য আমদানিকৃত কাঁচামাল।

রপ্তানিকারকদের নিকট হইতে অর্থীয় কর সংগ্রহ (ধারা ৫৩বি/বিধি ১৭এ)

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪-এর ধারা ৫৩বি এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪-এর বিধি ১৭এ-এর বিধানের আওতায় সরকার, যে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বিধিবদ্ধ করপোরেশনের ইউনিটসমূহ অথবা ১৯১৩/১৯৯৪ সনের কোম্পানী আইনের অধীন নিবন্ধিত যে কোন কোম্পানী উহার উৎপাদিত পণ্য বিতরণ বা বাজারজাতকরণের জন্য যে কোন পরিবেশক বা যে কোন ব্যক্তিকে কোন কমিশন বা ফিস প্রদান করিতে উক্ত কমিশন বা ফিস ড্রেডিটকরণ বা পরিশোধকরণ (যেটি আগে হয়)-এর সময় উহার উপর ৫% হারে অর্থীয় কর কর্তন/সংগ্রহ করিবেন।

আমদানিকারকদের নিকট হইতে অর্থীয় কর সংগ্রহ (ধারা ৫৩এ/বিধি ১৭এ)

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪-এর ধারা ৫৩এ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪-এর বিধি ১৭এ-এর বিধানের আওতায় কমিশনার কর্তৃক অথবা অন্য কোন কর্মসূচীকর্তার কর্তৃক আমদানি হওয়ার মূল্যের উপর ২.৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করিবেন তবে নিম্নোক্ত আমদানির ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে না।

(ক) ভারি মেশিন (Capital Machinery) যাহার ক্ষেত্রে Concessional শুল্ক হার প্রযোজ্য।

(খ) বাল্যশিক্ষা ফন্ড ও কৃষির শিল্প কর্তৃপক্ষের কর্তৃক অনুমোদিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য আমদানিকৃত কাঁচামাল।

রপ্তানিকারকদের নিকট হইতে অর্থীয় কর সংগ্রহ (ধারা ৫৩বি/বিধি ১৭এ)

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪-এর ধারা ৫৩বি এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪-এর বিধি ১৭এ-এর বিধানের আওতায় সরকার, যে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বিধিবদ্ধ করপোরেশনের ইউনিটসমূহ অথবা ১৯১৩/১৯৯৪ সনের কোম্পানী আইনের অধীন নিবন্ধিত যে কোন কোম্পানী উহার উৎপাদিত পণ্য বিতরণ বা বাজারজাতকরণের জন্য যে কোন পরিবেশক বা যে কোন ব্যক্তিকে কোন কমিশন বা ফিস প্রদান করিতে উক্ত কমিশন বা ফিস ড্রেডিটকরণ বা পরিশোধকরণ (যেটি আগে হয়)-এর সময় উহার উপর ৫% হারে অর্থীয় কর কর্তন/সংগ্রহ করিবেন।

আমদানিকারকদের নিকট হইতে অর্থীয় কর সংগ্রহ (ধারা ৫৩এ/বিধি ১৭এ)

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪-এর ধারা ৫৩এ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪-এর বিধি ১৭এ-এর বিধানের আওতায় কমিশনার কর্তৃক অথবা অন্য কোন কর্মসূচীকর্তার কর্তৃক আমদানি হওয়ার মূল্যের উপর ২.৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করিবেন তবে নিম্নোক্ত আমদানির ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে না।

(ক) ভারি মেশিন (Capital Machinery) যাহার ক্ষেত্রে Concessional শুল্ক হার প্রযোজ্য।

(খ) বাল্যশিক্ষা ফন্ড ও কৃষির শিল্প কর্তৃপক্ষের কর্তৃক অনুমোদিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য আমদানিকৃত কাঁচামাল।

রপ্তানিকারকদের নিকট হইতে অর্থীয় কর সংগ্রহ (ধারা ৫৩বি/বিধি ১৭এ)

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪-এর ধারা ৫৩বি এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪-এর বিধি ১৭এ-এর বিধানের আওতায় সরকার, যে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বিধিবদ্ধ করপোরেশনের ইউনিটসমূহ অথবা ১৯১৩/১৯৯৪ সনের কোম্পানী আইনের অধীন নিবন্ধিত যে কোন কোম্পানী উহার উৎপাদিত পণ্য বিতরণ বা বাজারজাতকরণের জন্য যে কোন পরিবেশক বা যে কোন ব্যক্তিকে কোন কমিশন বা ফিস প্রদান করিতে উক্ত কমিশন বা ফিস ড্রেডিটকরণ বা পরিশোধকরণ (যেটি আগে হয়)-এর সময় উহার উপর ৫% হারে অর্থীয় কর কর্তন/সংগ্রহ করিবেন।

বীমা কোম্পানী কর্তৃক এজেন্টসমূহকে দেয় কমিশনের উপর আয়কর কর্তন

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪-এর ধারা ৫৩জি-এর মাধ্যমে বীমা পলিসি সংগ্রহের জন্য বীমা কোম্পানী কর্তৃক এজেন্টসমূহকে দেয় কমিশনের উপর উক্ত বীমা কোম্পানী কর্তৃক ৫% হারে উৎসে অর্থীয় আয়কর কর্তনের বিধান করা হইয়াছে। তবে সম্পূর্ণ আয় বৎসরে যদি কোন এজেন্ট ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা অথবা উহার কম কমিশন পাইয়া থাকেন তাহা হইলে ঐ এজেন্ট-এর ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে না।

লটারী হইতে প্রাপ্ত আয়ের উপর উৎসে কর কর্তন (ধারা ৫৫ এবং বিধি ৫৫) তফসিলের অন্তর্ভুক্ত

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪-এর ধারা ৫৫-এর বিধান অনুযায়ী লটারী, শব্দ হেলাদী ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিজয়ীকে অর্থ প্রদানের সময় অর্থ প্রদানকারী ব্যক্তি/কর্তৃপক্ষ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪-এর ২১ তফসিলের অন্তর্ভুক্ত ও অনুযায়ী উৎসে আয়কর কর্তন করিবেন। অর্থ আইন, ১৯৯৪-এর মাধ্যমে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, লটারীর পুরস্কার প্রদানের সময় প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ অর্থ বা লটারীর পুরস্কার সমপরিমাণ অর্থের উপর ২০% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করিবেন।

অনিবাসী-এর আয় হইতে উৎসে কর কর্তন (ধারা ৫৬)

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪-এর ধারা ৫৬ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি/কর্তৃপক্ষ, কোন অনিবাসীকে যদি না উক্ত অনিবাসী নিজেই এজেন্ট হিসাবে উক্ত অর্থের উপর কর প্রদানে দায়বদ্ধ থাকেন। আয়কর অধ্যাদেশের আওতায় করযোগ্য হয় এমন অর্থ প্রদানকালে নিম্নরূপে উৎসে আয়কর কর্তন করিবেনঃ

ক। অর্থ গ্রহণকারী যদি কোম্পানী হয় - কোম্পানীর জন্য প্রযোজ্য হারে।

খ। অর্থ গ্রহণকারী যদি কোম্পানী বাতীত অন্য কেহ হয় ২.৫% হারে।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন অনিবাসী-এর দরমাহ/বিবেদনা করিয়া উপ-কর কমিশনার এই মর্মে সার্টিফিকেট প্রদান করেন যে, সর্বাঙ্গী অনিবাসী করদাতার উপর কর আরোপ হইবে না অথবা উপরোক্ত বিধানের অধীনে উৎসে আয়কর কর্তন করিবেন, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে উক্ত সার্টিফিকেট অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।

কর্তনকৃত/সংগৃহীত কর জমাদান/সমবরকরণ এবং তৎসংক্রান্ত সার্টিফিকেট/বিবরণী প্রেরণের বিধান

সরকারী দপ্তরসমূহের অর্থ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে

সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে কর কর্তন করা হইলে উহা বিধি ১৩(এ)-এর বিধান অনুযায়ী একই দিনে জমা করিতে হইবে। তবে এই ক্ষেত্রে আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪-এর বিধি ১৪-এর বিধান মোতাবেক চালান জমা দিতে হইবে না। সর্বাঙ্গী কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ সাধারণভাবে প্রচলিত নিয়মেই সর্বাঙ্গী ব্যক্তিগত বিবরণী নিরীক্ষা/টেক্সট/জেলা হিসাবরক্ষণ কার্যালয়/থানা হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ে পেশ করিবেন। তবে উহাতে মোট বিল দাবী (gross claim) হইতে কর্তনযোগ্য করের পরিমাণ উল্লেখ করিবেন। নিরীক্ষা/টেক্সট/জেলা হিসাবরক্ষণ কার্যালয়/থানা হিসাবরক্ষণ কার্যালয় পুস্তকসংকরণ (book adjustment)-এর মাধ্যমে কর্তনকৃত করের সমন্বয় করিতে হইবে। পরিবর্তন টিকাদারের ক্ষেত্রে "ফ্রেডিট নোট" প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের বোলায়ও একই পদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে।

সরকারের পক্ষে কর কর্তন করিতেছেন এমন অর্থ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবে সাক্ষর প্রদান করিয়া নির্দিষ্ট ছকে ৪ (চার) কপি কর কর্তন সার্টিফিকেট সর্বাঙ্গী বিলের সহিত প্রেরণ করিবেন। সার্টিফিকেটসমূহে প্রতিভূ প্রদান করার পর নিরীক্ষা কর্মকর্তা/টেক্সট/জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/থানা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা সার্টিফিকেট-এর ২ (দুই) কপি পরিবেশকারী কর্তৃপক্ষের আহরণ ও ব্যয় কর্মকর্তা (Drawing and Disbursing Officer)-এর নিকট ফেরত পাঠাইবেন (এই দুই কপি সার্টিফিকেটের ১ (এক) কপি সর্বাঙ্গী ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইবে)। অবশিষ্ট দুই কপি সার্টিফিকেটের এক কপি "রেজিস্টার্ড ডাক" যোগে বিধি ১৮(৭)-এর নোটস অফ বিধান (সংশোধিত) মোতাবেক ঢাকা জেলার জন্য কর কমিশনার, কর অঞ্চল-২, ২য়-১২ তলা সরকারী ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকার নিকট প্রেরণ করিবেন (এস আরও নং ১৭৭, আইন/৯২, তারিখ ১৭ই আষাঢ়, ১৩৯১/১শা জুলাই, ১৯৯২), গাজীপুর জেলার জন্য উপ-কর কমিশনার, গাজীপুর সার্কেল, গাজীপুর এবং ময়মনসিংহ জেলার জন্য উপ-কর কমিশনার, ময়মনসিংহ সার্কেল-১, ময়মনসিংহের নিকট প্রেরণ করিবেন। অবশিষ্ট কপিটি হিসাব মাহানিস্তর (সিডিএ) বা সাময়িক হিসাব নিয়ন্ত্রক (যেটি প্রযোজ্য)-এর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

সরকারী বাতীত অন্যান্য পরিশোধকারী কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪-এর বিধি ১৩(বি) এবং ১৪-এর বিধান মোতাবেক সরকার বাতীত অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কর্তনকৃত বা সংগৃহীত কর কর্তন বা সংগ্রহের এক সংগ্রহের মধ্যে সরকারী কোষাগারে, বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা সোনালী ব্যাংকে টেক্সট/জেলা হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ে জমা দিতে হইবে। প্রয়োজনে কর কমিশনারের অফিস, কর অঞ্চল-২, ২য়-১২তলা সরকারী ভবন (২য় তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা হইতে চালানের কপি সংগ্রহ করা হইতে পারে।

ঢাকা জেলার জন্য কর কর্তন সংক্রান্ত অধিক্ষেত্র

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ১লা জুলাই, ১৯৯২ইং হইতে ঢাকা জেলার ক্ষেত্রে উৎসে কর্তনকৃত/সংগৃহীত আয়করের অধিক্ষেত্র (ব্যাংক আমানতের উপর সুদ এবং সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ব্যতীত) কর কমিশনার, কর অঞ্চল-২, ঢাকা-এর নিকট নাস্ত করা হইয়াছে বিধায় ঢাকা জেলার ক্ষেত্রে উৎসে কর্তনকৃত/সংগৃহীত আয়কর (ব্যাংক আমানতের উপর সুদ এবং সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ব্যতীত) কর কমিশনার, কর অঞ্চল-২, ঢাকা ব্যতীত ঢাকার অন্য কোন কর কমিশনার অথবা অত্র কর অঞ্চল বা অন্য কোন কর অঞ্চলের কোন উপ-কর কমিশনারের বরাবরে জমাদান করা বৈধ হইবে না।

কর জমা নিবারণ "হেড অব গ্র্যাকউট"

উপরোক্ত বিধিমালার আওতায় সকল কর্তৃত্ব অথবা সংগৃহীত কর নিম্নে বর্ণিত "হেড অব গ্র্যাকউটে" সরকারী টেক্সটার, বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা সোনালী ব্যাংকে জমা দিতে হইবেঃ

ক। যে করদাতা হইতে কর কর্তন অথবা সংগ্রহ করা হইয়াছে সেই করদাতা যদি কোম্পানী হন তাহা হইলে "১-আয়কর কোম্পানীজ" হেড অব গ্র্যাকউটে জমা দিতে হইবে।

খ। যে করদাতা হইতে কর কর্তন অথবা সংগ্রহ করা হইয়াছে সেই করদাতা যদি কোম্পানী না হন তাহা হইলে "২-আয়কর কোম্পানী বাতীত অন্যান্য" হেড অব গ্র্যাকউটে জমা দিতে হইবে।

মাসিক বিবরণী প্রেরণ

অর্থ প্রদানকারী বা সংগ্রহকারী কর্তৃপক্ষ ঢাকা মহানগরীসহ ঢাকা জেলার ক্ষেত্রে (ব্যাংক আমানতের উপর সুদ এবং সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ব্যতীত) যাহাদের নিকট হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে এমন ব্যক্তিগত তালিকাভুক্ত "একটি মাসিক বিবরণী" বিধি ১৮(৭)-এ নির্দিষ্ট ছকে পরবর্তী মাসের ১৫ (পনের) তারিখের মধ্যে আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪-এর বিধি ১৮(৭)-এর নোটস অফ বিধান ১ নং জমিরকর্তার নিকট (সংশোধিত) মোতাবেক ঢাকা জেলার জন্য কর কমিশনার, কর অঞ্চল-২, ঢাকার নিকট প্রেরণ করিবেন। গাজীপুর জেলার জন্য সকল ক্ষেত্রে (ব্যাংক আমানতের উপর সুদ ব্যতীত) উপ-কর কমিশনার, গাজীপুর সার্কেল, গাজীপুর এবং ময়মনসিংহ জেলার জন্য সকল ক্ষেত্রে (ব্যাংক আমানতের উপর সুদ ব্যতীত) উপ-কর কমিশনার, গাজীপুর সার্কেল, গাজীপুর এবং ময়মনসিংহ সার্কেল-১, ময়মনসিংহের নিকট প্রেরণ করিবেন (এসআরও নং ১৭৭, আইন/৯২, তারিখ ১৭ই আষাঢ়, ১৩৯১/১শা জুলাই, ১৯৯২)।

মাসিক বিবরণীর ছক

Name and address of the paying or collecting authority

Statement in respect of tax deducted or collected under chapter VII of the Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984) for the month of in the year

Sl	Name and address	Amount of payment
----	------------------	-------------------